

BAMU

Budget Analysis and Monitoring Unit
Bangladesh Parliament Secretariat



বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২৬



জাতীয় বাজেট ২০২৬-২০২৭: সারসংক্ষেপ শিক্ষা

সহযোগিতায়



১. প্রেক্ষাপট

শিক্ষা খাত দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, কর্মক্ষম জনশক্তি তৈরি, সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। ২০২৬ সালে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং কর্মমুখী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল অবকাঠামো সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। একইসঙ্গে ‘ওয়ান টিচার, ওয়ান ট্যাব’ কর্মসূচি, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন এবং প্রতিটি উপজেলায় ‘রোবোটিক্স ও মেকার কর্নার’ চালু, শিক্ষার্থীদের বিশ্ববাজারের উপযোগী করতে বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি তৃতীয় একটি ভাষা শিক্ষা (যেমন : আরবি, চীনা, জাপানি বা ফরাসি) পরিকল্পনা পর্যায়ক্রমে বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে [১]। শিক্ষা প্রশাসনে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নধীন রয়েছে।

বর্তমান নীতিগত অগ্রাধিকার কাঠামোতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (TVET) সম্প্রসারণকে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও শ্রমবাজারের চাহিদা-ভিত্তিক দক্ষতা গঠনের প্রধান কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সব উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এবং সব জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আধুনিকায়নের পাশাপাশি আগামী ১৮০ দিনের মধ্যে দেশের ২ হাজার ৩৩৬টি কারিগরি ও ৮ হাজার ২৩২টি মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ‘ফ্রি ওয়াই-ফাই’ চালু করা হবে [২]। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপন, শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আইসিটি বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) আগামী ৬ মাসের মধ্যে এগ্রিকালচার ইনটেলিজেন্স, সাইবার সিকিউরিটি, মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডিজাইন ইউজিং ফ্ল্যাটার, পাইথন প্রোগ্রামিং এবং ওয়েব-ভিত্তিক ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে [৩]।

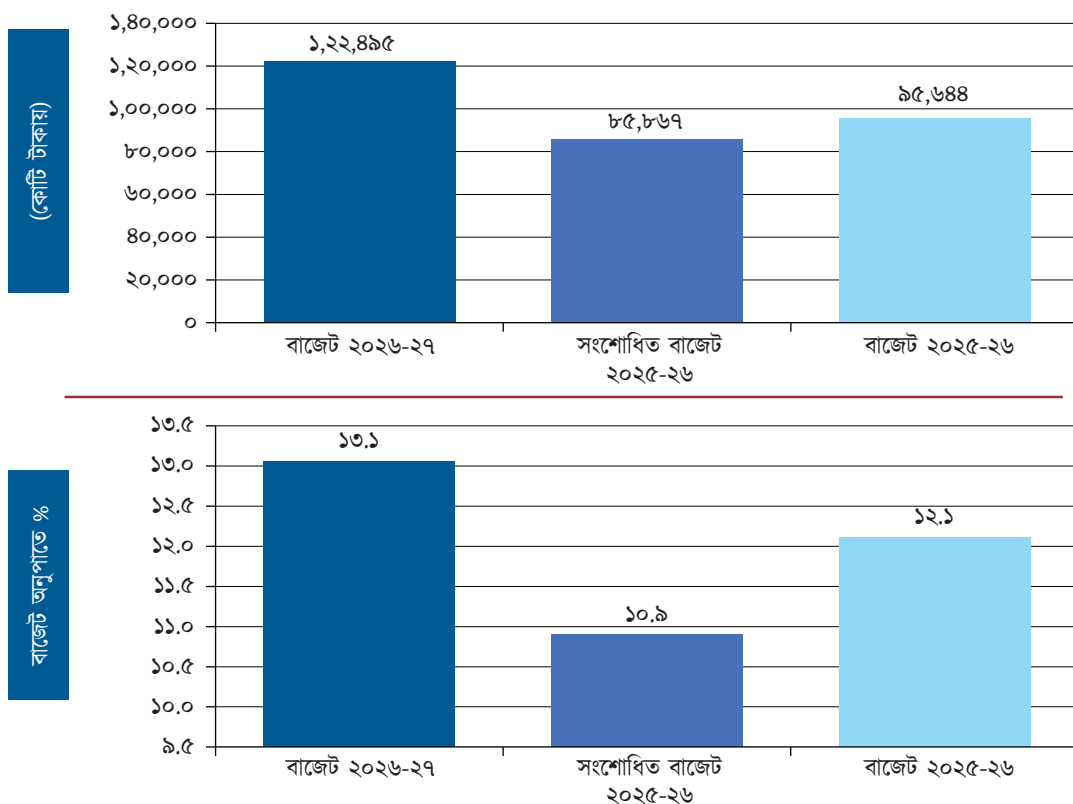
শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তিমূলক সুযোগ সম্প্রসারণে বর্তমান সরকার বিভিন্ন সামাজিক সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নারী শিক্ষার্থীদের জন্য স্নাতকোত্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার অঙ্গীকার, প্রান্তিক অঞ্চলে মিড-ডে মিল কর্মসূচি সম্প্রসারণ এবং ২ লাখ শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে স্কুল ইউনিফর্ম প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষা খাতে সুশাসন, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

২. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছিল ৯৫ হাজার ৬৪৪ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১২.১ শতাংশ। পরবর্তীতে সংশোধিত বাজেটে এই বরাদ্দ কমিয়ে ৮৫ হাজার ৮৬৭ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা সংশোধিত মোট বাজেটের ১০.৯ শতাংশ। আসন্ন ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা খাতে মোট প্রস্তাবিত বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ১ লক্ষ ২২ হাজার ৪৯৫ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১৩.১ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ৪২.৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (লেখচিত্র ১), যা শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের দৃঢ় অগ্রাধিকারের প্রতিফলন।

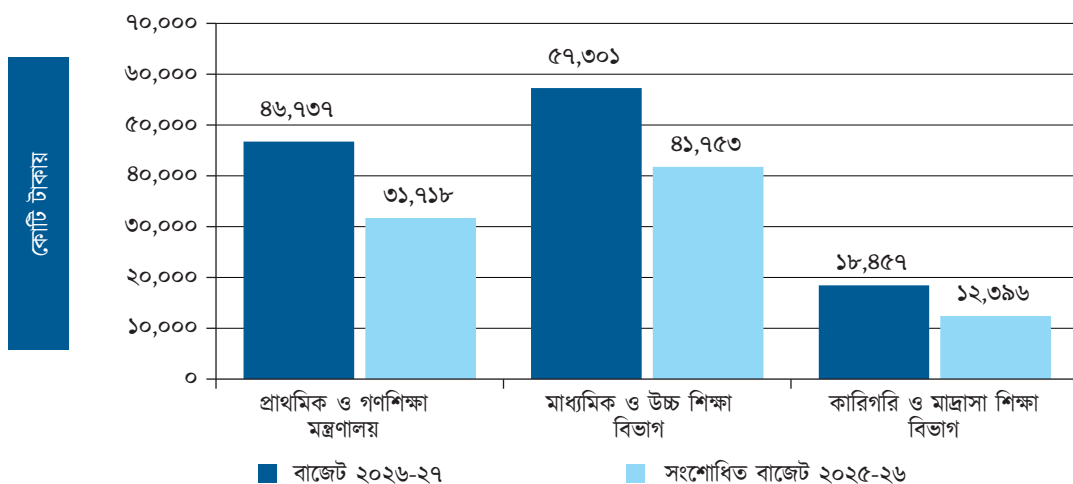
আসন্ন ২০২৬-২৭ অর্থবছরে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বরাদ্দ চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে সর্বোচ্চ প্রস্তাবিত বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের জন্য, ৫৭ হাজার ৩০১ কোটি টাকা। অন্যদিকে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৬ হাজার ৭৩৭ কোটি টাকা। এছাড়া, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের জন্য মোট প্রস্তাবিত বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৮ হাজার ৪৫৭ কোটি টাকা।

লেখচিত্র ১: ২০২৬-২৭ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাবনা



তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৬-২৭, বিবরণী-২।

লেখচিত্র ২: ২০২৬-২৭ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ

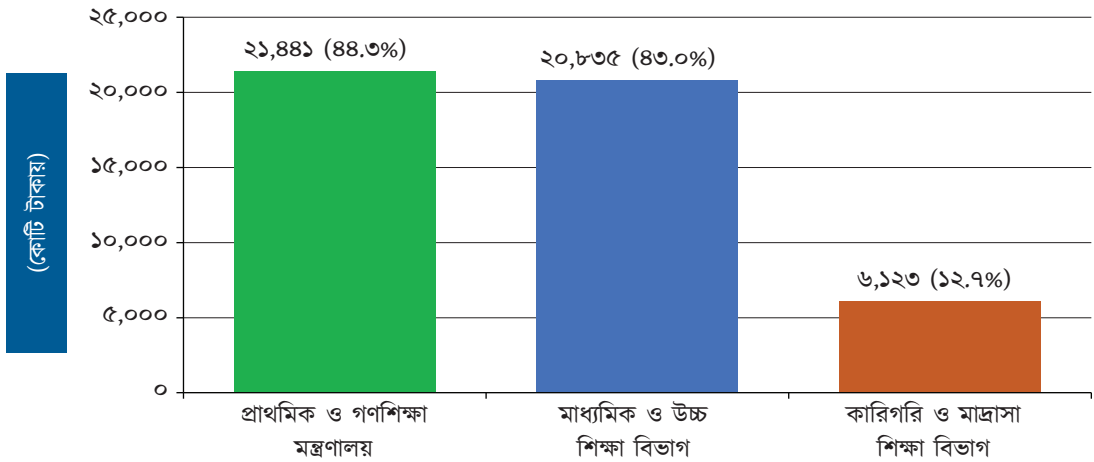


তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৬-২৭, বিবরণী-২।

৩. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ

২০২৬-২৭ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) প্রস্তাবিত বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪৮ হাজার ৩৯৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের জন্য, ২১ হাজার ৪৪১ কোটি টাকা। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ ২০ হাজার ৮৩৫ কোটি টাকা। এ ছাড়া, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ ৬ হাজার ১২৩ কোটি টাকা (লেখচিত্র ৩)। উল্লেখ্য, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ১৭ হাজার ৩৯১ কোটি টাকা।

লেখচিত্র ৩: ২০২৬-২৭ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ প্রস্তাবনা



তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৬-২৭, বিবরণী-১০।

৪. উপসংহার

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দক্ষ, প্রযুক্তিসম্পন্ন এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার উপযোগী মানবসম্পদ গড়ে তুলতে শিক্ষা খাতে যুগোপযোগী সংস্কার ও বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, প্রযুক্তিনির্ভর পাঠদান সম্প্রসারণ, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বাজেটে ধারাবাহিক গুরুত্ব প্রদান প্রয়োজন। শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়ন, স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপন, গবেষণা ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি- এসব ক্ষেত্রে কার্যকর বিনিয়োগ ও বাস্তবায়ন জোরদার করা জরুরি। একইসঙ্গে প্রযুক্তি, ভাষা ও কর্মমুখী দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারের উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। শিক্ষা খাতে গৃহীত নীতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রমের কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক এবং মানবসম্পদসমৃদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

তথ্যসূত্র: [১] Bangladesh Nationalist Party (BNP) Manifesto, <https://www.dhakapost.com/education/432165>

[২] <https://bn.mtnews24.com/jatio/566019>

[৩] <https://thedailycampus.com/government/249385>